উত্তরবঙ্গ

নেওড়াভ্যালিতে বাঘের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে বন দপ্তর

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১৫ এপ্রিল ঃ বাঘের সংখ্যা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে, কিন্তু নেওড়াভ্যালিতে থাকা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে বন দপ্তর। কালিম্পং জেলার জাতীয় উদ্যানটিতে নতুন করে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি টহলদারি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের কাননডিহার জঙ্গলে বল্লমের খোঁচায় বাঘ মারার ঘটনার জেরেই যে এই সতর্কতা, তা স্পষ্ট হয়েছে রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে আদিবাসীদের শিকার উৎসব তেমনটা নেই। কিন্তু আমরা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না। বনাধিকারিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।' সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে চোরাশিকারিদের আনাগোনার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে। তাই সব মিলিয়ে জঙ্গলের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জোর দিতে চাইছে বন দপ্তর।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে কালিম্পং জেলার নেওড়াভ্যালিতে গত বছরই লাগানো হয়েছিল ট্র্যাপ ক্যামেরা। ক্যামেরায় পাঁচবার ধরা পড়েছে বাঘের বিচরণ। কিন্তু বাঘ কয়টি রয়েছে, তা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তায় পৌঁছাতে পারেনি বন দপ্তর। কিন্তু সেই বাঘের বা বাঘেদের প্রাণসংশয় যাতে না হয়, তার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে বন দপ্তর। সিদ্ধান্ত হয়েছে ৮৮ কিলোমিটার বিস্তৃত জাতীয় উদ্যানটিতে আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর। ১০ হাজার ৬০০ ফুট উচ্চতার রচেলাদাড়ায় অত্যাধুনিক ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হবে। রচেলাদাড়া থেকে সিকিম এবং ভুটানের কিছুটা অংশ দেখা যায়। এক শীর্ষ বনকর্তার বক্তব্য, 'এত উঁচুতে ক্যামেরা বসালে পুরো উদ্যানটির ছবি ধরা পড়বে এবং ভবিষ্যতে বাঘের সংখ্যার বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যাবে।' তবে নতুন কয়টি ক্যামেরা বসানো হবে, সে ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বনকর্মীদের টহলদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শনিবার থেকেই।

মেদিনীপুরের কাননডিহির জঙ্গলে আদিবাসী শিকার উৎসবকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যে। বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তার প্রেক্ষিতেই নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রেই খবর। বনমন্ত্রী বলেন, 'মেদিনীপুরের সঙ্গে এখানকার জঙ্গলের পার্থক্য রয়েছে। এখানে আদিবাসীদের শিকার উৎসব তেমন নেই। তবে আমরা সতর্ক রয়েছি। বনকর্তা থেকে কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হচ্ছে।'

২০১৪ সালের বাঘ শুমারির পর উত্তরবঙ্গে তিনটি বাঘ থাকার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু ছিল না। নেওড়াভ্যালিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকার ঘটনাটি গত বছর সামনে আসে গাড়ির চালক আনমল ছেত্রীর মোবাইলে তোলা ছবি থেকে। গত বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় আনমল পেডং থেকে লাভা যাওয়ার পথে পাথরের আড়ালে বাঘ দেখে মোবাইলে তার ছবি তোলেন। যা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। পরবর্তীতে নেওড়াভ্যালিতে ক্যামেরা বসিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকার প্রমাণ হাতে পায় বন দপ্তর।

জওয়ানদের গোলমাল সামলাতে ফুলবাড়িতে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন বা আইআরবি-র জওয়ানদের গোলমাল সামলাতে পুলিশকে যেতে হল। রবিবার রাতে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরে এমন ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন বা আইআরবি-র ক্যাম্পাসের ভিতরের গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এলাকাবাসীরা জানান, রবিবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনতে পান। তবে কী কারণে গণ্ডগোল প্রথমে তাঁরা তা বুঝতে পারেননি। কয়েকজন জওয়ানের 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকারের আওয়াজ তাঁদের কানে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারপর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের ধারণা, অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সিংহের বক্তব্য, 'আইআরবি-র ক্যাম্পাসের ভিতরের গণ্ডগোলের জেরে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।' প্রথমে ক্যাম্পাসের গেটের সামনে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমলেও পরে জওয়ানদের ভয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে সরে যান। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন।

বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা

ইসলামপুর ব্যুরো, ১৫ এপ্রিল ঃ শনিবারের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পর বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনেও চোপড়ার নারায়ণপুর এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। এদিন শাসকদলের কর্মীরা চোপড়ার নারায়ণপুরে এক বিজেপি কর্মীর আত্মীয়ার বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে বলে বিজেপির অভিযোগ। এদিনের ঘটনায় কমপক্ষে দুইজন জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। তবে কাউকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়নি। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এদিন কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি বলে উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের দুষ্কৃতীরা বিকেল চারটে নাগাদ মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরে তাঁদের কর্মী মহম্মদ ইউনুসের এক আত্মীয়ার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে রওনা দেয়। কিন্তু এলাকাবাসীর তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। তবে আগুনে দুটি ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিজেপি নেতারা দাবি করেন। বিজেপির ২ নম্বর চোপড়া মণ্ডলের সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'নারায়ণপুরে আমাদের কর্মীর আত্মীয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে শাসকদল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে। এমনকি আমাদের দলের কর্মী যাতে থানায় অভিযোগ জানাতে না আসতে পারেন, সেজন্য এলাকা ঘিরে রেখেছে। চোপড়াজুড়ে আমাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নিতে তৃণমূলের বাহিনী হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।' এদিনের ঘটনা নিয়ে চোপড়ার বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা হামিদুল রহমান বলেন, 'ওই এলাকায় কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা আমার জানা নেই। কোনো একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়েছিল বলে জানতে পেরেছি।' উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, 'নারায়ণপুরে এদিন কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা তার জেরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কথা জানা নেই।' উল্লেখ্য, শনিবার চোপড়ার লক্ষ্মীপুর, লালবাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। লালবাজারে এক কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীপুরে দুজন তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবারের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদিনও গোটা এলাকায় থমথমে পরিবেশ রয়েছে।

চায়ের দোকান খুলল ওয়াশাবাড়ি বাগান কর্তৃপক্ষ

ওয়াশাবাড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে শুখাঝোরার পাড়ে ওয়াশাবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ চায়ের দোকান খুলল। চা বাগানের ডিরেক্টর সৌরজিৎ পালচৌধুরি বলেন, 'নতুন প্রজন্মের দাবি মেনে পরীক্ষামূলকভাবে এদিন দোকানটি চালু করা হল। ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটক এবং আমজনতাকে প্রতি মাসে বদলে যাওয়া খাঁটি চায়ের স্বাদে অভ্যস্ত করতে চাই আমরা। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে দোকান। ১০০ গ্রাম ও ২৫০ গ্রাম প্যাকেটে বাজার চলতি দামের চেয়ে একটু কম দামে খাঁটি সিটিসি এবং হ্যান্ডরোলড অর্থোডক্স চা এখানে পাওয়া যাবে। চা বাগানের ম্যানেজার রাজকুমার মণ্ডল বলেন, একটা আক্ষেপ বরাবরই ছিল যে উত্তরবঙ্গে থেকেও আমরা উত্তরবঙ্গের চায়ের আসল স্বাদ থেকে বঞ্চিত। হাটবাজারে সর্বত্র যে চা আমজনতা প্রতিদিন পান করেন তার সঙ্গে এই চায়ের আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, ধীরে ধীরে জৈব প্রযুক্তিতে চা উৎপাদন শুরু হয়েছে ওয়াশাবাড়ি চা বাগানে। আগামীদিনে পুরো চা বাগান জুড়ে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এদিকে, উদ্‌বোধনের পর এদিনই লাইন দিয়ে সাধারণ মানুষকে চা কিনতে দেখা গিয়েছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় ফরওয়ার্ড ব্লক-সিপিএম

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলাতে ফরওয়ার্ড ব্লক ৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত, আটটি পঞ্চায়েত সমিতি এবং একটি জেলাপরিষদ আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএম। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা গোবিন্দ রায় জানান, বৃহত্তর স্বার্থে দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁরা চারটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করেছেন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি আসনের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক নয়টিতে এবং সিপিএম দুটি আসনে লড়াই করছে। এদিন গোবিন্দবাবু অভিযোগ করেন, দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশের একজন এএসআই সাদা পোশাকে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে গিয়ে বামফ্রন্টের শরিক দলের প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তরুণ সিনহারায় বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঘাটোপুজোয় মিলনমেলা

বাগডোগরা, ১৫ এপ্রিল ঃ বিধাননগরের অদূরে ভরিয়াখালির মহানন্দা ঘাটে 'ঘাটোপুজো' অনুষ্ঠিত হল। বর্ষবরণের এই দিনে সারা বছর নির্বিঘ্নে কাটাতে গ্রামের মহিলারাই মূলত এই পুজোয় অংশ নিলেও পুরুষরাও সহায়তা করায় রবিবার মহানন্দা ঘাট মেলার আকার নেয়। পুজোর উদ্যোক্তা সূর্যমণি দাস, মিনতি দাস, কমলা দাসরা জানান, আমরা এই পুজো নিষ্ঠাসহকারে পালন করি। সাতদিন উপোস থাকার পর ঘটে ছাতু, খই, লুচি, পায়েস ইত্যাদি দিই। আজকে বছরের সূচনার দিনে ঘটকে পুজো দিয়ে কলাগাছের খোলে প্রদীপ, ধূপকাঠি জ্বেলে নদীতে তিস্তা বুড়ির উদ্দেশ্যে আমরা ভাসিয়ে দিলাম। প্রতিবছরই আমরা বছরের এই দিনে এখানে এসে পুজো দিই। আমাদের বিশ্বাস, পুজো দেওয়ার ফলে সারাবছর শান্তিপূর্ণ থাকবে। এদিন দেখা গেল ভরিয়াখালি গ্রাম ছাড়াও বাদলাভিটা, নলবাড়ি, আদরাগুড়ি, মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকার গ্রামের মহিলা, পুরুষ, শিশু সবাই মিলিত হয়েছেন মহানন্দা ঘাটে। দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর এলাকার মানুষ একসঙ্গে পুজো দিতে আসায় এদিন মিলনমেলার আকার ধারণ করে নদীর ঘাট। গ্রামের মহিলারা চিরাচরিত রীতি মেনে নাচগান করেন। এই অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ সেখানে ভিড় করেন। বিধাননগর এলাকার সমাজসেবী বাপন দাস জানান, 'এত মানুষের মিলিত উৎসাহ দেখে আমরাও সহায়তা করতে চলে যাই। কারণ নদীতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা তো থাকেই। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা বেশ কিছু সাবধানতা গ্রহণ করেছিলাম।' *ছবি ঃ খোকন সাহা*

নারগাঁ সীমান্তে মিলনমেলা

ডালখোলা, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার নারগাঁয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে মিলনমেলার আয়োজন করেছিল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। সীমান্তে কাঁটাতারের দু-পাশে দাঁড়িয়ে দু-দেশের মানুষজন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সঙ্গে প্রীতি উপহার তুলে দিলেন। আপনজনদের সঙ্গে দেখা করার টানে প্রতিবছর এই দিনটিতে মিলনমেলা বসে। কাঁটাতারের বেড়া দু-দেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও মনের মিলে যে ফাটল ধরাতে পারেনি তার দৃষ্টান্ত এই মিলনমেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে ডালখোলা ব্লকের ডাঙ্গিপাড়া, কুকরাদহ, শ্রীপুরের এবং ওপার বাংলার ঠাকুরগঞ্জ জেলার কয়েক হাজার মানুষ সীমান্তের দু-পাশে জড়ো হন। নববর্ষের এই দিনটির জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন দু-দেশের বাঙালিরা। একথা জানিয়েছেন ঠাকুরগঞ্জ জেলার বাসিন্দা হরেন মণ্ডল। অন্যদিকে, এদিন বাংলার নববর্ষ উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল ডালখোলা নববর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি। এই শোভাযাত্রায় বাংলার পুরোনো ঐতিহ্য তুলে ধরেছিলেন উদ্যোক্তারা। শতাধিক পুরুষ ও মহিলা এই শোভাযাত্রায় পা মেলান।

পাহাড়ে মহিলা কমিশনের দল

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ গত বছর গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ-প্রশাসন আন্দোলনকারীদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তা খতিয়ে দেখতে রবিবার পাহাড়ে এল জাতীয় মহিলা কমিশনের একটি দল। চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার নেতৃত্বে দলটি রবিবার কার্সিয়াংয়ে যায়। কিন্তু কমিশনের কাছে এদিন কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি বলে জানা গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ঘোরালো করতে কমিশনের দলটি এসেছে বলে অভিযোগ তুলে এদিন বিক্ষোভ দেখায় নারী মোর্চা।

চোপড়ায় মেলা

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ বুধবার চোপড়া ব্লকে একাধিক এলাকায় মেলা জমে উঠল। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শীতলগছ শ্মশানঘাট এলাকায় এদিন শ্মশান কালীপুজো ও তিস্তা বুড়ি সেবা এবং গঙ্গাপুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসে। অন্যদিকে, এদিন মাঝিয়ালির কংগ্রেস কলোনিতে পুজো উপলক্ষ্যে মেলায় জনসমাগম হয়। বেরং ব্রিজের নীচে তিস্তা বুড়ি সেবা ও বাউড়িগছ ডকব্রিজে তিস্তা বুড়ি সেবা উপলক্ষ্যে মেলা জমে ওঠে। সোনাপুর ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন একাধিক এলাকার মেলায় স্থানীয় বহু মানুষের ভিড় জমে।

সাপ উদ্ধার

নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকা থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল একের পর এক মুরগি। কেউই বুঝে উঠতে পারছিলেন না আসল কারণটা। অবশেষে রবিবার দুপুরে রহস্যের পর্দা সরল বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে। এদিন সেখান থেকে একটি ১৩ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এলাকাবাসীরা।

মশা মারতে মাছ চাষের ভাবনা স্বাস্থ্য দপ্তরের

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, মালদা থেকে বালুরঘাট সর্বত্রই মশার বাড়বাড়ন্তের জেরে বাড়ছে রোগভোগ। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া তো রয়েইছে। তার সঙ্গে মশার দাপটেই এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়াসিসের মতো রোগও বাড়ছে। কিন্তু মশা মারতে কামান দাগা, তেল দেওয়া, নালা-নর্দমা সাফাই, ব্লিচিং ছিটানো কোনো কিছুতেই যেন নিস্তার মিলছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসলে মশার বংশবৃদ্ধি কোনোভাবেই আটকানো যাচ্ছে না। আর সেটা করতে না পারলে মশার উপদ্রব কোনোভাবেই বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এই জায়গা থেকেই মশাকে রুখতে মাছ চাষের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এমনকি মশা মারতে ধোঁয়া দেওয়ার কাজ চললেও এখন থেকে বাইরে ধোঁয়া না দিয়ে বাড়ির ভিতরে ধোঁয়া দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিই মশাবাহিত রোগে বেশি আক্রান্ত হওয়ায় সেইসব অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে নতুনভাবে রোগ মোকাবিলায় ঝাঁপাতে চায় স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহঅধিকর্তা ডাঃ স্বপন পাল বলেন, 'গত সপ্তাহে উত্তরকন্যায় দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে এগুলি বাস্তবায়িত করা হবে।'

গোটা রাজ্যেই গত কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কলকাতা, শিলিগুড়ির মতো বড়ো শহরগুলি ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু। গত বছরও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গেই বেশকিছু মানুষের মৃত্যু হয়েছিলে। পাশাপাশি ২০১৫ থেকে উত্তরবঙ্গে এনকেফেলাইটিস থাবা বসিয়েছে। এই রোগে গত কয়েক বছরে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই ১০০-র কাছাকাছি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মশা মারতে কামান দাগা (ফগিং) হয়েছে, মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়েছে, ছিটানো হয়েছে ব্লিচিং। শহরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই মশাবাহিত রোগ রোখা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন ? স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা বলছেন, মশার বংশবৃদ্ধি থামাতে না পারলে শুধু ফগিং আর স্প্রে করে লাভ হবে না। ফগিং করে আর তেল ছিটিয়ে যে কয়েকটি মশা মরছে তার কয়েকগুণ মশা প্রতিদিন লার্ভা ফুটে জন্ম নিচ্ছে। এই লার্ভাগুলিকেই ধ্বংস করতে হবে। এই জন্যই মাছ চাছের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। গত বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় ভেক্টর বর্ন ডিজিজ মোকাবিলা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চস্তরীয় একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই স্থির হয়েছে মশার লার্ভা ধ্বংস করতে তেলাপিয়া, গাপ্পি, গাম্বুসিয়ার মতো মাছ চাষ করা হবে। এই মাছগুলি মশা এবং মশার লার্ভা খেয়ে নেয়। কোথায় হবে মাছ চাষ ? স্বাস্থ্যকর্তারা বলছেন, শহরের বিভিন্ন নর্দমা, জলাশয়ের পাশাপাশি ফ্ল্যাটের ছাদে কৃত্রিম জলাশয়গুলিতেও এই মাছ ছাড়া যেতে পারে। একমাত্র এই পথেই মশাবাহিত রোগগুলিকে মোকাবিলা করা যেতে পারে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরববঙ্গের সহঅধিকর্তা স্বপন পাল জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা মশা মারতে সাধারণত বিভিন্ন এলাকায় ফগিং করি। কিন্তু ফগিংয়ে ১০ শতাংশ মতো মশা হয়তো মারা যায়। কিন্তু বাকি ৯০ শতাংশই পালিয়ে যায় বা মানুষের ঘরবাড়িতে ঢুকে যায়। এর ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে। বাইরে ফগিং না করে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ফগিং করা হলে কিছুটা লাভদায়ক হতে পারে। সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'ফগিং করে মশা মারা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছু মানুষ বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের দাবি মেনে এসব করতে হয়। আসলে মশা নিধন করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। সেটা মাছ চাষও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে স্বাস্থ্য দপ্তর এব্যাপারে কিছু জানায়নি।'

গত বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় ভেক্টর বর্ন ডিজিজ মোকাবিলা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চস্তরীয় একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই স্থির হয়েছে মশার লার্ভা ধ্বংস করতে তেলাপিয়া, গাপ্পি, গাম্বুসিয়ার মতো মাছ চাষ করা হবে। এই মাছগুলি মশা এবং মশার লার্ভা খেয়ে নেয়।

মিষ্টি মধুর ।। *রবিবার রাজগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আয়োজিত মিলনমেলার একটি মুহূর্ত। ছবি ঃ রণজিৎ বিশ্বাস*

জমল না পয়লা বৈশাখের বাজার

চোপড়া, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখ হালখাতা উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের নেমন্তন্নে তেমন সাড়া মিলল না চোপড়ায়। রবিবার একে তো ছুটির দিন, অন্যদিকে শুক্রবার রাত থেকেই চোপড়া ব্লকের একাধিক এলাকায় একের পর এক রাজনৈতিক সংঘর্ষ লেগেই আছে। এদিন আতঙ্কে অনেকে বাড়ির বাইরেই বেরোলেন না। স্বাভাবিকভাবে তেমনভাবে হাটবাজারও জমল না। চোপড়ার দাসপাড়া, লক্ষ্মীপুর, কাঁচাকালী-এই তিনটি অন্যতম বড়ো হাট। দাসপাড়ায় হাটবার ছিল এদিন। অথচ তেমনভাবে হাট জমল না। ব্যবসায়ীদের অনেকেই জানালেন, প্রত্যেকবারের মতো হালখাতা উপলক্ষ্যে দোকানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এবার আতঙ্কে অনেকেই বাজারমুখী হননি। কেউ কেউ আবার ফোনে যোগাযোগ করে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। সংঘর্ষের জেরে এদিন লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। একই অবস্থায় কাঁচাকালী বাজার ব্যবসায়ীদের একাংশ দোকানপাট খুললেও এদিন তেমন ভিড় জমল না। নতুন বছরের শুরুতে ব্যবসায় মন্দা অবস্থায় মনভার ব্যবসায়ীদের।

নতুন ওপেন শেলটার চালু হওয়ায় সহজ হবে মানব পাচার প্রতিরোধ

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ কনসার্নের দুটি ওপেন শেলটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মানবপাচার ঠেকাতে দার্জিলিং জেলায় বড়োসড়ো সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে শিলিগুড়িতে একটি নতুন ওপেন শেলটার চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই মিটল বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় লিবারেল অ্যাসোসিয়েশন ফর মুভমেন্ট অফ পিপল (ল্যাম্প) এই শেলটারটি পরিচালনা করবে। কয়েকদিন আগেই শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া এলাকায় চালু হওয়া ওই শেলটারে ৬-১৮ বছরের ২৫ জন ছেলে থাকতে পারবে। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনকে করিডর করে একটি চক্র পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স এমনকি নেপাল থেকেও নারী ও শিশু পাচার করে। পাচার রোধে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অনেক সময়ই সেই চক্রের খপ্পর থেকে শিশুদের উদ্ধারে সমর্থ হয়। তবে উদ্ধার হওয়া শিশুদের কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই দার্জিলিং জেলায় বেশ জটিলতা চলছে। উদ্ধার হওয়া ছেলেদের রাখার জন্য উত্তরবঙ্গের একমাত্র হোমটি জলপাইগুড়িতে রয়েছে। মেয়েদের রাখার জন্য জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে একাধিক হোম রয়েছে। তবে দার্জিলিং জেলায় সেরকম কোনো হোমই নেই। ছেলেদের একমাত্র ঠিকানা জলপাইগুড়ির কোরক হোমে বেশির ভাগ সময়ই পরিকাঠামোর তুলনায় বেশি আবাসিক থাকে। আবার উদ্ধার হওয়া শিশুদেরকে সংশ্লিষ্ট জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) লিখিত অনুমতিক্রমেই নির্দিষ্ট কোনো হোম বা ওপেন শেলটারে রাখা যায়। আগে এনজেপি থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুদের কনসার্নের শেলটারে রাখা হত। মেয়ে ও ছেলেদের জন্য কনসার্নের পৃথক হোম থাকায় সেভাবে কোনো সমস্যা হত না। কিন্তু আইনি জটিলতায় বছরখানেক আগে ওই হোম দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাচারের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় জটিলতা তৈরি হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া শিশুদের রাখার ক্ষেত্রে যেহেতু একাধিক কেন্দ্রীয় আইন ও নির্দেশিকা মানতে হয় তাই রাখার জায়গা না থাকায় উদ্ধার কাজে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। নতুন শেলটার হোম হওয়ায় সেই কাজে গতি আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এতদিন শিলিগুড়িতে একমাত্র সিনিরই ওপেন শেলটার ছিল। সেখানে ২৫ জন মেয়েকে রাখার পরিকাঠামো রয়েছে। ল্যাম্পের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কিছুটা হলেও দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল। ইতিমধ্যেই শেলটারে বেশ কয়েকটি শিশুকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে মানব পাচার রোধে ছেলেদের এই শেলটারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

বৃষ্টিতে পণ্ড নববর্ষের আনন্দ

মালবাজার, ১৫ এপ্রিল ঃ রবিবার নববর্ষের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে অনেকটাই মাটি হল বর্ষবরণের আনন্দ। এদিন সন্ধ্যায় দোকানে দোকানে উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সাড়ে সাতটা থেকে বৃষ্টি নামলে আনন্দ অনেকটাই মাটি হয়ে যায়। এদিকে, ধারাবাহিক বৃষ্টি এবং শিল পড়ায় মাল ব্লকের গ্রামাঞ্চলেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত